আর্থিক লিপি
শিলিগুড়ি, শনিবার, ৩০ জুন ২০১৮
Siliguri• Saturday• June 30, 2018
Arthik Lipi, Page 7

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ পড়শিদের ওপর ভরসা করে তিন মেয়েকে রেখে বিহারে বিয়ে বাড়ি গিয়েছেন বাবা-মা। হুগলির চাঁপদানির বি এম রোডে নিজেদের বাড়িতেই রাতে টিভি দেখছিল তিন বোন। হঠাৎ দুই বোনকে বাইরে বের করে দেয় মেজ বোন অঞ্জলি কুমারি। চাঁপদানি আরযোগ বিদ্যাপীঠের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী অঞ্জলি দরজা বন্ধ করে গলায় দড়ি লাগিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে পাখার সাথে ঝুলে পড়ে। খবর পেয়ে চাঁপদানি ফাঁড়ির পুলিশ দরজা ভেঙে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, টিভি দেখতে দেখতেই উত্তেজনার বশেই এই ঘটনা ঘটেছে। বাবা-মা মনোজ রায় ও মমতাদেবী খবর পেয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বিহার থেকে।

প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ প্রতারণার অভিযোগে সৌভিক ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তিকে মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করল হুগলির শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। গ্রাহকদের কয়েক লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয় শ্রীরামপুরের পোস্ট অফিস এজেন্ট সৌভিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। একাধিক মামলা রয়েছে তার মা মিনতি ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও। কিছুদিন আগে মিনতি ভট্টাচার্য গ্রেফতার হন। ২০০৭ সালের একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয় সৌভিক ভট্টাচার্যকে।

চুঁচুড়া স্টেশনে ট্রেনের মাথায় ভারসাম্যহীন মহিলা, মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ শুক্রবার লোকাল ট্রেনের ছাদের উপর উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার। শুক্রবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে। ঘটনাসূত্রে জানা যায়, সেসময় হাওড়াগামী একটি লোকাল ট্রেন ২নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সে সময় প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনের যাত্রী ও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দেখেন ট্রেনের প্রথমবগির মাথায় বছর ৪০-এর এক মহিলা জ্বলতে জ্বলতে লুটিয়ে পড়েছেন। ঘটনাস্থলেই ওই মানবিক ভারসাম্যহীন মহিলার মৃত্যু হয়। সকালের অজান্তেই ওই মহিলা ট্রেনের মাথায় উঠে পড়েন ওভারহেডের তার ধরার সাথে সাথেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ট্রেনে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়িও শুরু করে দেন। খবর দেওয়া হয় দমকল ও ব্যান্ডেল জিআরপিতে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি ও দমকলের কর্মীরা। জিআরপি ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই ঘটনার জেরে হাওড়া-বর্ধমান শাখায় ২নং লাইন দিয়ে প্রায় দেড় ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

আমেরিকায় ৭০ দেশের কনফারেন্সে সিঙ্গুরের অলোক চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ যদি সাহস এবং সততার সাথে কোনও কাজ করা হয় তাহলে সব কাজেই অবধারিত সাফল্য পাওয়া যায়। আর সেক্ষেত্রে তার কাছে কোনও প্রতিবন্ধকতাই সামনে এগোনোর পথ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বর্তমানে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের সিঙ্গুর শাখার এজেন্ট সিঙ্গুর নান্দা এলাকার বাসিন্দা অলোক চক্রবর্তী তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে জীবন বীমার এম ডি আর টি সদস্যদের নিয়ে হাওয়া কনফারেন্সে যোগ দিতে তিনি আমেরিকার লস এ্যাঞ্জেলেস শহরে রয়েছেন। এখানে হওয়া কনফারেন্সে ৭০টি দেশের জীবন বীমা প্রতিনিধিদের সাথে এক মঞ্চে যোগ দিয়ে অলোকবাবু নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছেন। উপস্থিত সকল দেশের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এম ডি আর টি র সভাপতি জেমস ডি পিটমোন।

অলোকবাবু এর আগেও এম ডি আর টি সদস্য হিসাবে থাইল্যান্ড, হংকং, কানাডা প্রভৃতি দেশে গেছেন। নিজের এই সাফল্যের বিষয়ে অলোকবাবু বলেন, তাঁর এই সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর বাবা স্বর্গীয় পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী ও তাঁর ডেভলপমেন্ট অফিসারের যাঁরা তাঁকে জীবন বীমা এজেন্ট হয়ে জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর দবি, টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন সেলিব্রিটি, অভিনেতা, খেলোয়াড়দের মুখে শুনতেন কিভাবে তাঁরা জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বা সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতেন। তিনি সেইভাবেই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং আজ সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পেরে তিনি খুশি।

খানাকুলে সাপ নিয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ সাপ নিয়ে এখনও গ্রামবাংলায় নানা কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। কোথাও সাপে দুধ খায়, আবার কোথাও বা সাপ কুলদেবতা হিসেবে পুজো পায়। এমনকী বাড়ির যখের ধন পাহারা দিতেও নাকি সাপের জুড়ি মেলা ভার। কোথাও আবার মানুষের চোখ সাপে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এমন গল্পও ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ স্বচক্ষে দেখুক বা না দেখুক এসব ঘটনার কোনও প্রমাণ থাক বা না থাক সাধারণ মানুষের এইসব অন্ধবিশ্বাসকে সম্বল করে একশ্রেণির অসাধু মানুষ বুজরুকির মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকী সাপেকাটা রোগীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতেও দ্বিধা করছে না। পাশাপাশি সাপে কাটা রোগীও ভয়ে অনেক সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। শুধুমাত্র হুগলির আরামবাগ মহকুমাতেই প্রতিবছর গড়ে তিনশর বেশি মানুষ সাপের কামড় নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সঠিক সচেতনতার অভাবে তাঁদের অনেকেরই মৃত্যু হয়। বিশেষ করে বর্ষা ও বন্যার সময় সাপে কামড়ানোর প্রবণতা অনেক বেড়ে যায়। আর তা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় দূরে সরিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য শুক্রবার হুগলির খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে সাপ নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। খানাকুল ২ নং ব্লকের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তারকেশ্বর 'গ্রীণ মেটস'-এর সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন খানাকুল ২নং বিডিও দেবলকুমার উপাধ্যায়, খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি অসিতবরণ সিংহরায়, বিদায়ী সহসভাপতি পারুল হাজরা, বিদায়ী শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন পাত্র, যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সমীর নস্কর, খানাকুল ২ নং বিএমওএইচ অভিজিৎ কাঁড়ার, খানাকুল পূর্ব ও দক্ষিণ চক্র বিদ্যালয় পরিদর্শক ছাড়াও এলাকার আশাকর্মী, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক-শিক্ষিকা, এস এস কে-এর সহায়িকা, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক-শিক্ষিকা, এস এস কে এর সহায়িকা, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন। মোট ১১৪জন মানুষ এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন খানাকুল ২নং ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার জামিরুদ্দিন খালিফা। এই অনুষ্ঠানে তারকেশ্বর গ্রীণ মেটস-এর সদস্য সুবিনয় মাইতি, শুভ্রকান্তি সামন্ত, তন্ময় ধাড়া, মৃলাঙ্গশেখর সুর এবং কল্যাণ আদক সাপ নিয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। প্রোজেক্টর মেশিনের মাধ্যমে তাঁরা নির্বিষ ও বিষধর সাপের পার্থক্য সকলকে বুঝিয়ে দেন। তাঁরা জানান, সাপের বিষে যত না মানুষের মৃত্যু হয়, তার অর্ধেকের বেশি মানুষ মারা যান সাপের কামড়ের আতঙ্কের জন্য। তাই তাঁরা আহ্বান জানান, অহেতুক সাপকে ভয় না করে সাপে কামড়ালে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য। তাহলেই সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে যাবে, সাপে আক্রান্তরা চিকিৎসায় পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠবেন।

দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঃ মৃত এক চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ রাস্তাঘাটে যানবাহনের গতি বেড়েছে। বেড়েছে যানবাহনের সংখ্যাও। বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। প্রতি মোড়ের মাথায় পুলিশের নজরদারি ও ব্যারিকেট বসেছে। তার ফলে দিন দিন দুর্ঘটনাকে এড়ানো যাচ্ছে। তবুও শুক্রবার সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ দুই ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক চালকের। এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাট থানার বকুলতলার কাছে হরপার্বতী রাইসমিলের সামনে। ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আশেপাশের মানুষজন ছুটে আসেন এবং উদ্ধার কাজে হাত লাগান। কামারপুকুর থেকে ধান বোঝাই ছয় চাকার ট্রাক, আরামবাগ থেকে পাথর ভর্তি ১২ চাকার ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে গোঘাট থানার পুলিশ গিয়ে পাথরবোঝাই ট্রাকের চালককে উদ্ধার করে গোঘাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী হরপার্বতী রাইস মিলের কর্মী প্রদীপ চক্রবর্তী জানান, প্রচণ্ড জোড়ে আওয়াজ হয়। তখন আমরা সবাই মিল থেকে বেরিয়ে আসি। দেখি, পাথরবোঝায় আহত লরি চালক গাড়ির ভিতর কিন্তু ধানবোঝাই লরির খালাসি ও চালক আহত হলেও তারা পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য আরামবাগ-কামারপুকুর ৭নং রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। এরফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে যানজট মুক্ত করে। পুলিশ পাথরবোঝাই ট্রাকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য, রাস্তা বড় হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে ধাবাগুলিকে বন্ধ না করলে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনার কবলে পড়বে।

সমবায়ের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শুক্রবার হুগলির আরামবাগ ব্লকের আরাণ্ডী সমবায় সমিতির উদ্যোগে কার্যালয় প্রাঙ্গনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই এই শিবিরে মোট ৫৬জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এর মধ্যে ২০জন মহিলাও অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি শিশির সরকার, বিদায়ী সেচ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ তারাপদ বাগ, এই সমিতির সভাপতি অশোক ঘোষ, আরামবাগ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান শ্রীকান্ত ঘোষ প্রমুখ।

মশার আঁতুড়ঘর খোদ পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ ডেঙ্গির আতঙ্কে কাঁপছে পুরকর্মীরা। কারণ খোদ পুরসভায় বর্তমানে ডেঙ্গির আস্তানায় পরিণত হয়েছে। বর্ষার আগে থেকেই সরকার ডেঙ্গি রোধের প্রচার শুরু করেছে। সারা রাজ্যের প্রশাসনকে এই বিষয় সজাগ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে চুঁচুড়া পুরসভাতেই মশার বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই অবস্থা দেখেই আতঙ্কিত পুরকর্মীরা। গ্রিনসিটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে পুর এলাকায়। আগেকার সেই ভেপার ল্যাম্পের ঢাকনাগুলি খুলে জমা করা হয়েছে পুরসভাতেই লাগানো হচ্ছে নতুন এল ই ডি লাইট। আর পুরসভাতে জমা করে রাখা সেই ভেপার ল্যাম্প-এর ঢাকনাতে জমা হচ্ছে বৃষ্টির জল। আর তাতেই মশার বংশবিস্তার হচ্ছে। এই দেখে আতঙ্কিত পুরকর্মীরা। কর্মীদের কথা যে সত্য তা দেখা গেল পুরসভার ভিতরে জমা করে রাখা সেই ভেপার ল্যাম্পের স্তূপে। বড় বড় সেই ঢাকনাগুলির ভিতর জল জমে রয়েছে এবং মশার লাভা জন্মাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। সরকারি নির্দেশকে এইভাবে উপেক্ষা করছে কেন পুরসভা, তা নিয়েই প্রতিবাদ জানিয়েছে বিরোধীরা। পুরপিতা গৌরিকান্তবাবু বলেন, তিনি বিষয়টি জানেন না, তবে তা যদি হয়ে থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বর্ষা আসতেই ব্যস্ততা ছাতার দোকানে

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

গ্রীষ্ম বা অন্যান্য ঋতুতে ছাতার প্রয়োজন হলেও বর্ষাকালে ছাতার কদর সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আর তাই বর্ষা আসতে না আসতেই ছাতার দোকানগুলিতে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। কর্মীরা ছাতা বিক্রি এবং মেরামতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বর্ষার শুরুতেই মানুষ দেখে নেন ছাতা ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তা হলে কোনও দোকানে গিয়ে সেটিকে মেরামত করে নেন। যেমন শীতের আগে গ্রাম বাংলার মানুষ লেপ, কম্বল বিক্রির জন্য দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকেন ঠিক তেমনি বর্ষা শুরু হওয়া থেকেই ছাতা বিক্রি এবং মেরামতির জন্য ফেরিওয়ালারা পাড়ায় পাড়ায় হাঁকডাক শুরু করেন। একদিকে নতুন ছাতা, অন্যদিকে বাড়ির বিকল হওয়া ছাতাটিও মেরামতির জন্য মানুষও ফেরিওয়ালার কাছে ছুটে যান। হুগলির গোঘাট থানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলেও একই চিত্র ধরা পড়েছে। বিভিন্ন গুমটিতে এবং বড় দোকানে চলছে ছাতা বিক্রি ও মেরামতির কাজ। কামারপুকুর চটীর মোড়েও রয়েছে কয়েকটি দোকান। একটি দোকানের মালিক হাবিব রহমান। তাঁরা দুই ভাই একজন কর্মচারী নিয়ে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দোকানটি চালান। ছাতা বিক্রি এবং মেরামতি দুই-ই হয়। হাবিব সাহেব জানালেন, আমি কামারপুকুর চটীতে ৩০ বছর ধরে এই ছাতা বিক্রি এবং মেরামত করে আসছি। কলকাতা থেকে কাঁচামাল আনতে হয়। সেগুলিকে আমরা কারিগর দিয়ে তৈরি করে বিভিন্ন রকম মডেলে বিক্রি করি। এটি আমাদের জীবিকা। এই জীবিকার মাধ্যমেই আমরা সংসার চালাই। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আগেকার দিনে গ্রামে গঞ্জের মানুষ তালপাতার পেখে ব্যবহার করত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষও তাঁদের ব্যবহৃত জিনিস পরিবর্তন করেছেন। তাই এখন মানুষ পেখের বদলে রঙ বেরঙের আধুনিক ছাতা ব্যবহার করছেন। ফলে ছাতার ব্যবহার আগের থেকে বেড়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজন হয়েছে মেরামতেরও। কামারপুকুর চটীতে বেশ কিছু নতুন দোকানও গড়ে উঠেছে। এই সময় সাধারণ মানুষ ছাতা কেনার জন্য দোকানে ভিড় করেন। হাজিপুর, বেঙ্গাই, বদনগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, মান্দারণ, সাতবেড়িয়া, শাওড়া, নকুণ্ডা এলাকার মানুষজনও ছাতা কেনা ও মেরামতের জন্য কামারপুকুরে আসেন। গোঘাটের মান্দারণ অঞ্চলের তেঁতুলমুড়ির বাসিন্দা প্রশান্ত পালুই জানালেন, একটি ছাতা এক বছরের বেশি যায় না। তাই নতুন ছাতা কিনতেই হয়। পুরাতন ছাতা মেরামত করে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ছাতা না থাকলে বাচ্চাদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়। তাই তাঁর আবেদন, মুখ্যমন্ত্রী যেমন স্কুলে যাওয়ার সুবিধার জন্য সাইকেল দিচ্ছেন তেমনি বর্ষায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একটি করে ছাতা বা বর্ষাতি দিলে খুব উপকার হত।

হতাশ জীবনে আশার আলো............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস

সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
[redacted] মদ, গাঁজা, ড্রাগস্, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা ময়দানের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড়
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/ মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।